গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৮৬ তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ।
সময় : ০৩:৩০ টা

বিষয়ঃ **প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত তথ্যে বিভিন্ন জেলায় অতি বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সংগৃহীত জেলা প্রশাসন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন, এনডিআরসিসি এবং জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নরুপ:

০১। ঢাকা : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা জেলায় পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাংগনে ৮৫৬ টি পরিবারের ঘর-বাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা ২টির ৫,২২৩ টি পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছে। সাভারে ০২ (দুই) জন নিহত হয়েছে। ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৭০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৩,৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৭১২ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত ০২ জন নিহত হয়েছে)।

০২। মুন্সীগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মুন্সীগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মুন্সীগঞ্জ জেলার ৩ টি উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের ৫,৭৫৫ টি পরিবারের ৯,৫৬৫ টি ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

০৩। মানিকগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মানিকগঞ্জ জেলায় পদ্মা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার নীচ দিয়ে এবং কালিগংগা নদীর পানি ০.১২ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানিতে মানিকগঞ্জ জেলার ৬ টি উপজেলার ৪৩ টি ইউনিয়নের ৪৮,৭০৬ টি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৭৬ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে নদী ভাংগনে ৯৪৮ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩২,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বন্যার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯৪৮ টি পরিবার নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জেলায় ১৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে ৪৬৩ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৯৩ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৪৮,৭০৪ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আগামী ০৬ মাস খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল বরাদ্দের অনুরোধ করা হয়েছে।

০৪। রাজবাড়ী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রাজবাড়ী জেলায় পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজবাড়ী জেলার ৪ টি উপজেলার ১৬ টি ইউনিয়নের ২৪,৪৫৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ৪০০ টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়া ১৬,৮৫৪ টি পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছে। ট্রলার ডুবে এ জেলায় ০৬ জন নিহত হয়েছে। নিহত ৬ জনের পরিবার প্রতি ২০,০০০/- টাকা করে মোট ১,২০,০০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ১৫,৭৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ৫,০০,০০০/- টাকার শুকনা ৩৫৬ টি শুকনা খাবার প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। দূর্গতদের মাঝে বিতরণের জন্য ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৫,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ, ৫০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত ৬ জন নিহত হয়েছে)।

চলমান পাতা- ২

০৫। টাংগাইল : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, টাংগাইল জেলায় যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানিতে টাংগাইল জেলার ১০ টি উপজেলারর ৬টি পৌরসভার ৮৪টি ইউনিয়নের ১,৩৭,৫৪৯ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৬,৫৩০ হেক্টর জমির ফসল পানি নীচে নিমজ্জিত রয়েছে। ৫০,০০০ হাজার গবাদী পশু, ১০,০০,০০০ টি হাঁস-মুরগী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যায় ০১ জন শিশুসহ ০৩জন পানিতে ডুবে মারা যায়। উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৮৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৯,৫০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০১ জন শিশুসহ ০৩জন নিহত হয়েছে)।

০৬। ফরিদপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৭,৯৫৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১৫৮টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০২ (দুই) জন নিহত হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৯৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৬,৬০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ১,৩৩৬ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০২ (দুই) জন নিহত হয়েছে)।

০৭। শরিয়তপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, শরিয়তপুর জেলায় পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শরিয়তপুর জেলার ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৯,০৯৫ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১,১৪৭ টি পরিবার এবং ২ টি মসজিদ নদী গর্ভে বিলীন হয়। ১৯০.৬৯০ মে: টন জিআর চাল, ৩,৪৫,০০০/- জিআর ক্যাশ এবং ৭১৬ টি প্যাকেট শুকনা খাবার নদী ভাংগন পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ১০০ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল সরবরাহের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৮। মাদারীপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মাদারীপুর জেলায় পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যার ফলে ০৪টি উপজেলার ২১ টি ইউনিয়নের ৯৭ টি গ্রামের ৭,২৪২ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে নদী ভাংগন কবলিত গ্রাম রয়েছে ৪৪ টি। ১,৮১০ একর ফসলী জমির ফসল নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে ১,৮১৭ টি পরিবার এবং বন্যা কবলিত ৯,৩৬৩ একর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হলে ৭,২৪২টি পরিবার ক্ষতির মুখে পরেছে। মাদারীপুর জেলার বন্যা ও নদী ভাংগন কবলিত পরিবারের মাঝে ৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে পার্শ্ববর্তী উঁচু স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

০৯। জামালপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, জামালপুর জেলায় যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলার ৬২ টি ইউনিয়নের ১,৭৮,৩৯৩ টি পরিবারের ৩০৪ টি ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন এবং ৪,৩২৭ টি ঘর-বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া ফসল ৭,১৭৫ হেক্টর সম্পূর্ণ ও ৩,২১২ হেক্টর আংশিক, কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ ৩১৭ কি: মি:, আংশিক ১,৫২২ কি: মি:, পাকা রাস্তা ১৭ কি: মি: সম্পূর্ণ, আংশিক ১০০.৬০ কি: মি:, বাঁধ সম্পূর্ণ ৬.০০ কি: মি: ও আংশিক ৫৮.৯০ কি: মি:, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ০১ টি ও আংশিক ৯১২ টি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আংশিক ২৪৮ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ও সাপের কামড়ে ৩০ (ত্রিশ) জন নিহত হয়। ২০ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ২,০৮২টি পরিবারের ৯,৮১৪ জন আশ্রয় গ্রহণ করার পর নিজ বাড়িতে ফেরত যেতে সক্ষম হয়েছে। ৮১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১,২৪৮.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৫২,৯৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ১১,৬৬৭ টি প্যাকেট শুকনা এবং গুড়সহ আটার রুটি ক্রয় ৩,৭২,০০০/- টাকার খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিশু খাদ্য ২,০০০ টি প্যাকেট, দানাদার পশু খাদ্য ৬.০০০ মে: টন, পশু খাদ্য (খড়), ৭ ট্রাক, লাকড়ী ২ ট্রাক, বোতল জাত পানি ৫,০০০ টি এবং ব্লিচিং পাউডার ১০.০০০ মে: টন বিতরণ করা হয়েছে। ৩০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ১০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও হ্যান্ডলিং বাবদ ১০,০০,০০০/- টাকার চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে = (এ

চলমান পাতা- ৩